দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 25 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এ সরকার শিক্ষকদের যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছে বিগত কোন সরকার দেয়নি শিক্ষামন্ত্রী

❑ স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বর্তমান সরকার গত চার বছরে বেসরকারি শিক্ষকদের যে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে বিগত কোনো সরকার তা করেনি। ২৮ বছর ধরে শিক্ষকরা ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া, ১৮ বছর ধরে ১৫০ টাকা চিকিৎসা ভাতায় চলছেন ১ জানুয়ারি থেকে সরকার প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষক-কর্মচারীর বাড়ি ভাড়া ৫ গুণ এবং চিকিৎসাভাতা দ্বিগুণ বাড়িয়েছে। যারা ক্ষমতায় থাকাকালীন শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য ১ টাকাও বৃদ্ধি করেননি, পৃ : ১২ ক : ১

এ সরকার শিক্ষকদের যে সুযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাদের মিথ্যা আশ্বাসে বিভ্রান্ত না হয়ে শিক্ষকদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন তিনি। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজের কৃতি ছাত্রী সংবর্ধনা, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজের সভাপতি শাহানারা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে কলেজের অধ্যক্ষ আফরোজা ইয়াসমিন ও উপাধ্যক্ষ আবদুল মালেক বক্তৃতা করেন। দেশে বর্তমানে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৫৫টি সরকারি কলেজ এবং ৩টি সরকারি মাদরাসা আছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের প্রায় ৩৪ হাজার বেসরকারি এমপিওভুক্ত ও ননএমপিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাড়ে ৫ লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারীকে জাতীয়করণের দাবি তুলে বাহবা পাওয়া গেলেও কতটা বাস্তবসম্মত তা একটু হিসেব করলেই বোঝা যায়। একটি শিক্ষক সংগঠনের চিহ্নিত এক নেতা তার দল ক্ষমতায় থাকাকালীন কোনো দিন জাতীয়করণের আন্দোলন তো দূরের কথা, দাবিও তোলেননি। সরকার যখন শিক্ষক-কর্মচারীদের সুবিধা-সম্মানার পরিসংখ্যান [illegible] নিয়েছে তখনই জাতীয়করণের আন্দোলনের নামে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ করে রাস্তায় নামানো হয়েছে। [illegible] বলেন, ঐ সংগঠনের ব্যানারে [illegible] মহাসমাবেশে [illegible] বিএনপি-জামায়াত জোটের সাবেক একজন প্রতাপশালী মন্ত্রীসহ কয়েকজন নেতা বক্তৃতা করে ক্ষমতায় গিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয়করণের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। যারা দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলেও শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য একটি টাকাও বাড়াননি, তারা এক নিঃশ্বাসে হাজার কোটি টাকার দাবি বাস্তবায়ন করবেন- তাতে কি বিশ্বাস করতে হবে? বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার, ২০০৪ সাল থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা বন্ধ করে দিয়েছিল, কলেজ শিক্ষকদের টাইমস্কেল বন্ধ করেছিল। আমরা নতুন করে ১ হাজার ৬২৪টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছি। নতুন করে টাইমস্কেল দিয়েছি। তারা অতীতে অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনটিরই বাস্তবায়ন করেননি। আমরা শিক্ষকদের মানে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তারা ক্ষমতায় আসলে শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বর্তমান সরকারের সদিচ্ছাকে ম্লান করতে চায়। তারা আমাদের নতুন প্রজন্মকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করছেন। তাই শিক্ষকদেরকে মিথ্যা আশ্বাসে বিভ্রান্ত করে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ করছেন। নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ফিরে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, সুদীর্ঘকাল ধরে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা ৫০০ টাকা মাসিক ভাতা পেয়ে আসছেন। কেউ এগিয়ে না এলেও সরকার তাদের ভাতা দ্বিগুণ করে ১ হাজার টাকা করেছে। সহকারী গ্রন্থাগারিকদের কেউ কোনদিন এমপিও দেননি। আমরা তাদের এমপিও প্রদান করেছি।